



134621 - ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ

প্রশ্ন

আমি ব্যবসার ক্ষেত্রে সুন্নাহ জানতে চাই। কীভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসা করতেন, পণ্যের বিবরণ দতিনে, বনিমিয় করতেন এবং ফরিয়দে দতিনে... ইত্যাদি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নমিনে উল্লেখ করা হলো:

১. নবুয়ত লাভের আগে চাচা আবু তালবের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়িক কাজ করতেন। এছাড়া খাদজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসাও করতেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে সফর করতেন। অধিকন্তু তিনি হাট-বাজারেও ব্যবসা করতেন; যমেন: মজান্না, উকায। এগুলো ছলি জাহলৌ যুগেরে কিছু বাজার। ব্যবসায়ীরা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এই বাজারগুলোতে যত।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজি়ে সরাসরি বিক্রি করতেন। যমেনটি উমর (রাঃ) এর উট ও জাবরে (রাঃ) এর উটেরে ক্ষেত্রে ঘটছে। কথিবা কখনো তার কোনো এক সাহাবীকে এই দায়িত্ব দতিনে। যমেন তিনি উরওয়া ইবনে আবলি জা'দ আল-বারকেবীকে দায়িত্ব দয়িছেলিনে। বারকেবী বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক দীনার দনে যনে সে এটি দয়ি়ে একটি কুরবানীর পশু কথিবা (বলছেন) একটি বকরি কনি়ে আননে। সে দুইটি বকরি কনি়েছে। তারপর এক দীনারেরে বনিমিয়়ে একটি বকরি বিক্রি করে দেয়। তারপর একটি বকরি ও এক দীনার নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে কাছে আসে। তখন তিনি তার জন্য ব্যবসায় বরকত লাভেরে দোয়া করেন। এরপর থেকে সে মাটি কনিলেও তাতে লাভ করতেন। [হাদীসটি তরিমযী (১২৫৮), আবু দাউদ (৩৩৮৪) ও ইবনে মাজাহ (২৪০২) বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী সহহিত তরিমযী গ্রন্থে এটকি সহহি বলে গণ্য করেন]

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীদেরকে সদাচরণ, সত্যবাদতি ও দানশীলতার নরিদশে দতিনে।

হাকীম ইবনে হযিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“ক্রতো-বক্রিতো একে অপর হতে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের জন্য (ক্রয়-বক্রয় বাতলি করার) স্বাধীনতা থাকে। যদি তারা সত্য বলে, পণ্যের দোষ-ত্রুটি খোলাখুলভাবে বলে তবে তাদের এই লেনদেনে বরকত দোয়া হয়। আর যদি তারা মথিয়া দোষ-ত্রুটি গোপন করে ও মথিয়াকথা বলে তখন তাদের ক্রয়-বক্রয়ের বরকত তুলে নেয়া হয়।”[হাদীসটি বুখারী (১৯৭৩) ও মুসলিম (১৫৩২) বর্ণনা করেন]

খ. ইসমাঈল ইবনে উবাইদ ইবনে রফি'আ তার পতি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায়ের স্থানরে উদ্দেশ্যে বের হন। পথমধ্যে দেখতে পান যে, লোকজন ক্রয়-বক্রয় করছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়!’ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়ে গলা ও চোখ তুলে তাকাল। তিনি বললেন: “ব্যবসায়ীরা কয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ অবস্থায় উত্থিত হবেন। কেবল সেই ব্যবসায়ী ছাড়া যে আল্লাহকে ভয় করে, সৎ থাকে ও সত্য বলে।”[হাদীসটি তিরমিযী (১২১০) ও ইবনে মাজাহ (২১৪৬) বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী ‘সহীহু তারগীব’ (১৭৮৫) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহিহ বলে গণ্য করেছেন]

গ. কাইস ইবনে আবী গারায়্য বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلْفُ وَاللَّعْنُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

‘হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ক্রয়-বক্রয়ে শপথ ও অনর্থক কথা হয়ে যায়। তাই তোমরা এর সাথে দান-সদকার মিশ্রণ করো (ত্রুটিমুক্ত করো)।’[হাদীসটি তিরমিযী (১২০৮), আবু দাউদ (৩৩২৬), নাসাঈ (৩৭৯৭) ও ইবনে মাজাহ (২১৪৫) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহিহ আবু দাউদে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়-বক্রয়ে উদারতা ও সহজতার নরিদশে দতিনে।

জাবরে ইবনে আবদুল্লাহ রাদয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আল্লাহ সেই বান্দার প্রতিদায়া করুন যে ব্যক্তি বক্রয়কালে উদারচিত্ত, ক্রয়কালেও উদারচিত্ত এবং পাওনা আদায়ের তাগাদায়ও উদারচিত্ত।”[হাদীসটি বুখারী (১৯৭০) বর্ণনা করেন]

ইবনে হাজার রাহমাহুল্লাহ বলেন: উক্ত হাদীসে লেনদেনে উদার হওয়া, উত্তম ব্যবহার করা ও ঝগড়াঝাটি পরহিয়ার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এবং পাওনা আদায় করা ও মানুষের কাছ অতিরিক্ত গ্রহণ করার জন্য চাপাচাপি পরহিয়ার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।[ফাতহুল বারী (৪/৩০৭)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে উদারতার কিছু নমুনা:

ক. ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছলাম। আমি (আমার পতি) উমরের একটি অবাধ্য জওয়ান উটের উপর সওয়ার ছলাম। উটটি আমার নিয়ন্ত্রণে বাইরে গিয়ে সকলের আগে আগে চলে যাচ্ছিল। উমর তাকে তাড়িয়ে ফরিয়ে আনছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরকে বললেন: “এটি আমার কাছে বক্রি কর দেও।” তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটি আপনারই। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “তুমি এটি আমার কাছে বক্রি কর।” তখন তিনি সটে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বক্রি করে দলিলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “হে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর! এটি তোমার, তুমি এটি দিয়ে যা খুশি তা করো।” [হাদীসটি বুখারী (২৬১০) বর্ণনা করেন]

খ. জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তিনি একটা উটেরে পঠি সফর করছিলেন। উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। তখন তিনি উটটিকে ছড়ে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন: তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এসে আমার জন্য দুআ করলেন এবং উটটিকে প্রহার করলেন। এরপর থেকে উটটি এমন গতিতে চলতে লাগল যভাবে ইতঃপূর্বে চলেনি। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: “তুমি উটটি এক উকযাহর বনিমিয়ে আমার কাছে বক্রি কর দেও।” আমি বললাম: না। অতঃপর দ্বিতীয়বার তিনি বললেন, “এটা আমার কাছে বক্রি কর দেও।” ফলে আমি উটটি তাঁর কাছে এক উকযাহ মূল্যে বক্রি করে দলাম এবং বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত উটেরে পঠি চড়ে যাবার শ্রুত করলাম। যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন উটটি নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি সটেরি মূল্য নগদে পরিশোধ করে দলিলে। অতঃপর আমি ফরিয়ে আসছিলাম। এমন সময় তিনি আমার পছনে লোক পাঠালেন এবং আমাকে বললেন: “তুমি কি মনে করছ যে, আমি তোমার উটটি কম মূল্য দিয়ে নতি চাচ্ছি, তুমি তোমার উট ও দরিহামগুলো নিয়ে যাও। এ (সবই) তোমার জন্য।” [হাদীসটি বুখারী (১৯৯১) ও মুসলিম (৭১৫) বর্ণনা করেন। হাদিসটির পাঠ মুসলিমেরে]

৫. তিনি অধিকারীর অধিকার উত্তমরূপে পরিশোধ করতেন এবং এভাবে পরিশোধ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো এক ব্যক্তির একটি বশিষে বয়সেরে উট পাওনা ছিল। সে পাওয়ার জন্য আসলে তিনি সাহাবীদেরে বললেন: “তার পাওনা দিয়ে দাও।” তারা সে উটেরে সমবয়সী উট অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু পলেনে না। কিন্তু এর থেকে বেশী বয়সেরে উট পলেনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “সটাই দিয়ে দাও।” তখন লোকটি বলল: “আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করছেন; আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি প্রতাদিন দনি।” নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “যে পরিশোধ করার বলোয় উদার সেই তমোদেরে মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।” [হাদীসটি বুখারী (২১৮২) ও মুসলিম (১৬০১) বর্ণনা করেন]

৬. যে ব্যক্তি ক্রয়-বক্রয়েরে পর আফসোস করে তার ক্রয়-বক্রয় বাতলি করার প্রতী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়াসাল্লাম উৎসাহ দতিনে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثَرَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে চুক্তি বাতিল করার সুযোগ দাবে আল্লাহ কয়ামতের দিন তার ত্রুটি-বচিঁযুতি মাফ করে দাবিনে।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৪৬০) ও ইবনে মাজাহ (২১৯৯) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’ গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

চুক্তিভিঙা করতে দয়া মান: উদার হওয়া, ক্রয়-বিক্রয় থেকে বুজু করা। এটি বড় মনরে পরচায়ক।

‘ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভিঙারে উদাহরণ হচ্ছে: যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো থেকে কোনো কিছু ক্রয় করার পর আফসোস করে; এতে ঠকে যাওয়া প্রকাশ হওয়া কিংবা তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া কিংবা তার কাছে পয়সা না থাকার কারণে; তারপর সে পণ্যটি বিক্রির কাছ ফেরত দেয়, আর বিক্রিতে তার ফরিয়ে দেওয়া পণ্য গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ কয়ামতের দিন ঐ বিক্রির ত্রুটি-বচিঁযুতি মাফ করে দাবিনে ও তার কষ্ট দূর করে দাবিনে। কারণ সে ক্রয়ের প্রতিদায়া করেছে, যেহেতু বিক্রয় ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ক্রয়ের জন্য তা বাতিল করা সম্ভব ছিল না।’[সমাপ্ত][আউনুল মা’বুদ]

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয় করার সময় দর-দাম করতেন। তবে মানুষের পণ্যের মূল্য কম দতিনে না। যমেনটি ইতঃপূর্বে জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহুর উটরে হাদীসে আমরা দেখেছি।

সুয়াইদ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: আমি ও মাখরামা আল-আব্দী ‘হাজার’ নামক স্থান থেকে কিছু কাপড় মক্কায় আমদানি করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে কিছু পায়জামা দামাদামি করলেন এবং আমরা তার কাছে পায়জামা বিক্রি করলাম।[হাদীসটি তিরমিযী (১৩০৫) বর্ণনা করেন এবং বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। আবু দাউদ (৩৩৩৬), নাসাঈ (৪৫৯২), ইবনে মাজাহ (২২২) বর্ণনা করেন]

৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজন কচুটা বেশি দেওয়ার নরিদশে দতিনে।

সুয়াইদ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ওজন করতে দেখে তাকে বললেন: “ওজন করো এবং একটু বেশি দাও।”[এটি পূর্বে হাদীসের অবশিষ্ট অংশ]

৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থকষ্টে থাকা ব্যক্তিকে সময় দেওয়া এবং তার থেকে পাওনা মাফ করে দয়ার নরিদশে দতিনে।



আবুল ইউসর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

“যে ব্যক্তি অর্থকষ্টে থাকা ব্যক্তিকে সময় দিবে বা পাওনা মাফ করে দিবে কয়ামতের দিনি আল্লাহ তা’আলা তাকে নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবেন।” [হাদীসটি মুসলিমি (৩০০৬) বর্ণনা করেন]

১০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদী লেনদেনে, প্রতারণাপূর্ণ বক্রি, ঈনা (কোনো বস্তু বাকতিতে বক্রি করার পর পুনরায় ক্রতোর কাছ থেকে নগদে কম মূল্যে ক্রয় করা) পদ্ধতিতে বক্রি, হারাম বস্তু দিয়ে ব্যবসা করা, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করতে নষিধে করছেন।

এর পক্ষে প্রমাণ অগণতি ও প্রসঙ্গি।

আমাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ নাই। কারণ তিনি ব্যবসা করতেন জাহলী যুগে। তখন তিনি নবী ছিলেন না যে তার কার্যক্রম সাহাবীদরে মাধ্যমে বর্ণিত হবে। তবে তার সুন্নাহ হিসেবে যা বর্ণিত হয়েছে সেটাই যথেষ্ট; ইনশাআল্লাহ।